

💵 হাদীস সম্ভার

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪২১

২৭/ আদব

পরিচ্ছেদঃ আমানত আদায় করার গুরুত্ব

আরবী

وَعَن حُذَيفَةَ بِنِ اليَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ الله وَ اللّهِ عَدِيثَينِ قَدْ رأيْتُ أَحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخَر : حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزلَت في جَدرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزلَ القُرآنُ فَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفعِ الأَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ الثَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثُرُهَا مِثلَ الوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُوْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثُرُهَا مِثلَ الوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُواْهُ مُنْتَبراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ ثُمَّ أَثُرُهَا مِثلَ أَثُولُها مِثلَ الوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُواْهُ مُنْتَبراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ ثُمَّ أَثُرُهَا مِثلَ أَثُر المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ ثُمَّ أَثُرُهَا مِثلَ أَثُر المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكِ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ ثُمَّ أَثُرُهُ المَانَةَ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكَادُ أَحِدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ مَتَّ اللّهُ مَا أَثُولُ اللّهُ وَمَا قَي قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن حَرْدَل مِنْ إيمان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبُالِي أَيْكُمْ الْعَلْقُ مَا لَيُومُ وَمَا في قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِن حَرْدَل مِنْ إيمان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا لَيُلِكُمُ عَلَي المَالِولُ الْمَالَةُ وَلُونَ مَا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبُالِي عُ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاناً وَقُلاناً مُثَقَقٌ عَلَيهِ وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبُالِيعُ مِنْكُمْ إِلاَّ فُلاناً وَقُلاناً مُثَقَقٌ عَلَيهِ

বাংলা

(৩৪২১) হুযাইফাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তন্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ''মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।'' অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন।



(তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচাকেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচাকেনা করতে প্রস্তুত নই।

ফুটনোট

(বুখারী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, মুসলিম ৩৮৪)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী □ বর্ণনাকারীঃ হুযায়ফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন